যুগান্তর
প্রিন্ট: ১৮ মে ২০২৫, ০৯:১৭ এএম

শিক্ষাঙ্গন

রাবিতে শিক্ষকের চেম্বারে ছাত্রী

জিম্মি করে চাঁদা আদায়, পালটাপালটি সংবাদ সম্মেলন

রাবি প্রতিনিধি
প্রকাশ: ১৮ মে ২০২৫, ১২:৩৮ এএম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ফাইল ছবি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের এক শিক্ষকের চেম্বারে নারী শিক্ষার্থী আটকের ঘটনায় সমন্বয়ক ও সাংবাদিকসহ চারজনের বিরুদ্ধে তিন লাখ টাকা চাঁদা আদায়ের অভিযোগ উঠেছে।

শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহণ মার্কেটের আমতলা চত্বরে সংবাদ সম্মেলনে এবং আগের দিন নগরের মতিহার থানায় লিখিত অভিযোগে এ দাবি করেন ওই নারী শিক্ষার্থী। এদিকে একই জায়গায় শনিবার দুপুরে পালটা সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত দুই সাংবাদিক।

অভিযোগকারী নারী শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন্যান্স বিভাগের ২০১৮-১৯ বর্ষের শিক্ষার্থী। আর অভিযুক্তরা হলেন-বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ২০১৭-১৮ বর্ষের শিক্ষার্থী নাজমুস সাকিব, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সমন্বয়ক আতাউল্লাহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের খবরের কাগজের প্রতিনিধি সিরাজুল ইসলাম সুমন এবং কালবেলার প্রতিনিধি সাজ্জাদ হোসেন সজীব।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ১১ মে সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাডেমিক ভবনে ফাইন্যান্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. হেদায়েত উল্লাহর চেম্বারে অনৈতিক সম্পর্কের অভিযোগে ওই নারী শিক্ষার্থীকে আটক করে অভিযুক্তরা। ১৪ মে ৭ সেকেন্ডের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টির নিন্দা জানিয়ে শিক্ষার্থীরা মানববন্ধন করেন এবং দুজনকে শাস্তির দাবি জানান। এ ঘটনায় শুক্রবার বিভাগের একাডেমিক কমিটি তদন্ত চলাকালীন উভয়কে একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। পরে ওইদিন বিকালে তিন লাখ টাকা চাঁদা আদায়সহ হেনস্তা করার অভিযোগ তুলে নগরের মতিহার থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন ওই নারী শিক্ষার্থী। এর পরিপ্রেক্ষিতে পালটাপালটি সংবাদ সম্মেলন করল উভয়পক্ষ।

নারী শিক্ষার্থী সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'পরীক্ষার কিছু পড়াশোনা বুঝে নেওয়ার জন্য স্যারের কক্ষে যাই। কিছু সময় পর কক্ষে প্রবেশ করে ওই চারজন আমার গায়ে হাত তোলেন। তারা আমাকে হত্যা, ধর্ষণসহ বিভিন্নভাবে হুমকি দেন।' চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে তিনি আরও

বলেন, ‘এ ঘটনায় তাদের হুমকিতে স্যার তাদের জিজ্ঞাসা করে বসো আমরা আলোচনা করি।’ তখন তারা এ ঘটনা আড়াল করতে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করে।

পরে তারা পর্যায়ক্রমে তিন লাখ টাকা চাঁদা নেয় এবং বাকি টাকা ১৮ মে নেওয়ার কথা ছিল।’ এদিকে চাঁদাবাজির অভিযোগ অস্বীকার করে সংবাদ সম্মেলনে দুই সাংবাদিক বলেন, ‘ওই শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর সঙ্গে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন হয়নি। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র একটি অনৈতিক ঘটনার যথাযথ প্রতিবাদ ও প্রশাসনকে অবহিত করা।’

ফাইন্যান্স বিভাগের শিক্ষক হেদায়েত উল্লাহ বলেন, ‘ওই ছাত্রী আমার কাছে পড়া বুঝতে এলে হঠাৎ ওই চারজন আমার চেম্বারে ঢুকে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করে। একপর্যায়ে ঘটনা আড়াল করতে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, সার্বিক বিষয়ে বিভাগে একটি তদন্ত কমিটি হয়েছে। সেই কমিটি এবং পুলিশ প্রশাসন ঘটনাটি খতিয়ে দেখবে।